শ্রী গুরুর ভজন, লীলাকীর্তন ও প্রার্থনা

জয় জয়! ব্রজানন্দ জয়!
শ্রী গুরু জয়! শ্রী গুরু জয়!

শ্যাম নটবর গিরিধারী!
মোহনচূড়া বামে হেলে বংশীধারী!
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দমুরারী!
গোপীগণ বল্লভ ব্রজবিহারী!
যোগীজন জীবন ত্রিপুরারী!
যুগ যুগের অবতার পাপী উদ্ধারী!
ভক্তগণের প্রাণারাম শান্তিনিকেতনে!
অধম জনের বন্ধু করুণা নিধান!
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞান গুরু!
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের কল্পতরু!
জীব তরাতে দীনদয়াল ঢাকাতে উদয়!
পাতকী তরায় প্রভু হইয়া সদয়।।
একাধারে রাধাকৃষ্ণ ব্রজানন্দ নাম।
নবরূপে করে লীলা বুঁড়াশিব ধাম।
ভক্তের লাগিয়া ঠাকুর সেজেছে কাঙাল।
অপার মহিমা তাঁর রবে চিরকাল।।
চরণে বঞ্চিতের হইল স্মরণ।
করিলেন কলিকাতায় শুভ আগমন।।
খুঁজে খুঁজে প্রতি ঘরে দিলেন দরশন।
ভক্ত প্রাণে সঞ্চারিল নতুন জীবন।।
ভক্ত সাথে মিলনের হ'ল আকিঞ্চন।
ভাঙ্গুরেতে "গুরুধাম" করিল স্থাপন।
মোহিনী শক্তির বলে টানে ভক্তগণে।
ছুটে ছুটে আসে সব গুরু দরশনে।

ভক্ত সঙ্গে প্রেমানন্দে কাটায় সারাবেলা
নানারূপে শ্রীগুরুর নব নব লীলা।।
অভয় শান্তির বাণী করে বরিষণ।
পরম আনন্দ লভে সমাগত জন।
প্রেমময় শ্রী গোবিন্দ ব্রজানন্দ রায়।
নাশিতে জীবের দুঃখ প্রসাদ বিলায়।।
মহাযোগী ত্রিপুরানন্দেরি নন্দন।
গুরুধামে রচিলেন শ্রী বৃন্দাবন।
ভক্তপ্রাণ শ্রীগুরুর মিলনায়োজনে।
পাতিপুকুর ধন্য হ'ল ধন্য ভক্তগণে।।
পরম দয়াল তুমি প্রাণের গোসাই।
ভক্ত সনে সদা যে তব দেখা পাই।।
নিজেরে করিতে চাই তবপদে দান।
এই মহাতীর্থে হউক জীবনাবসান।।
সাধন ভজন জানি নাহি আমি অভাজন।
স্তব স্তুতি নাহি জানি হে মহাজন।।
এবার আমায় দয়া কর হে ভগবান!
অন্তিমে ঐ রাঙ্গাপদে দিও মোরে স্থান!!
জনম সফল কর হে দয়াময়!
জয় হউক! জয় হউক।
হউক তোমার জয়!!!

বুঁড়াশিব ধাম
রমনা, ঢাকা।